শৈলকুপায় ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গতকাল শুক্রবার দিন ব্যাপী ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা মেডিক্যাল স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন শৈলকুপা শাখার উদ্যোগে এই ক্যাম্পে রোগীদের হেলথ চেকআপ ও বিনামূল্যে মেডিসিন প্রদান করা হয় ।

গতকাল শুক্রবার শৈলকুপার মনোহরপুর গ্রামে কবি গোলাম মোস্তফার বাসভবন প্রাঙ্গণে এ ক্যাম্পে শত শত নারী-পুরুষদের চিকিৎসা সেবা ও মেডিসিন দেয়া হয় ।

এসময় শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ডাঃ আকাশ ও মেডিকেল শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য ডাক্তারবৃন্দ, বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এসিল্যান্ড পার্থ প্রতিমশীল, উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিলুফা ইয়াসমিন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালুসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। বিনামূল্যে মেডিসিন সরবরাহ করেন র্যাম ফার্মাসিউটিক্যালের জোনাল ম্যানেজার আঃ জাব্বার।

এ রকম একটি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকাবাসিসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা রোগীরা।

সরকারি স্কুল শিক্ষককে কাজীর খাতা সরবরাহের অভিযোগ

সরকারি বিধি অমান্য করে গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক আবু জাফরকে বিবাহ ও তালাক রেজি:খাতা সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে কাজী নুহুনাজিউল্লাহ’র বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত নুহু নাজিউল্লাহ গাংনী উপজেলার শোলটাকা ইউয়িনের কাজী হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। অথচ তিনি গাংনী পৌর এলাকার শিশিরপাড়ার বাসিন্দা আবু জাফরকে বিবাহ রেজিষ্ট্রি ও তালাকনামার খাতা সরবরাহ করেছেন। যা আইনগত বৈধ নয়।

গাংনী পৌরসভাও ৭ নম্বও সাহারবাটি ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজী মনিরুল ইসলাম উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। একই অভিযোগের একটি কপি দুদক’র কুষ্টিয়া আঞ্চলিক উপপরিচালকের কাছেও দেয়া হয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ষোলটাকা ইউপি নিকাহ রেজি: কাজী নুহুনাজিউল্লাহ জানান, জাফরের কাছে এক সময় কাগজ পত্র ছিলো পরে তা আমি ফেরত নিয়ে আসি।

গাংনী সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী ধমীয় শিক্ষক আবু জাফর জানান, আমি কাজী নুহুনাজিউল্লাহ কাগজ পত্র কাজ করতাম। আমার নিজ নামে কোন অনুমতিপত্র নেই।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জানান তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মেহেরপুর, জানান আজ আমি কিছু বলিতে পারছিনা কাল যোগাযোগ করুন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গাংনী,জানান তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন হবে।

তবে গাংনী সাব-রেজিস্টার ও জেলা রেজিস্টারের সাথে যোগাযোগ করার চেস্টা করা হলে তাঁরা ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।

কালিগাংনীতে মোঃ বাবুল আকতার

এর গণসংযোগ

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০২১ সামনে রেখে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন শাখা আওয়ামী লীগ সাধারন সম্পাদক মোঃ বাবুল আকতার চেয়ারম্যান নির্বাচনী গণসংযোগ শুরু করেছেন।

এরই অংশ হিসেবে শুক্রবার বিকালে কালিগাংনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ বাবুল আকতার।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুতুবপুর ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার জাহিদ, কুতুবপুর ৯নং ওয়ার্ড মেম্বার আবুল কাশেম, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, কালী গাংনীর সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা মোঃ আব্দুল মতিন, কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ইমরান হোসেন প্রমুখ। আলোচনা সভায় আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক অভিযান চালিয়ে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

শুক্রবার সন্ধায় এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো ২০ পিচ ইয়াবাসহ কাজিপুর হাজিপাড়ার আনেচুর রহমানের ছেলে সেলিম রেজা (২২) ও ১০ বোতল ফেন্সিডিলসহ একই গ্রামের

জামাদার পাড়ার আজিম উদ্দিন এর ছেলে ইমরান হোসেন (২৩)।

এসময় ইমরানের সাথে থাকা একটি মোটরসাইকেলও জব্দ করেছে ডিবি পুলিশ।

এ বিষয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একই গ্রামে অভিযান চালিয়ে ডিবির একটি দল দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। এ সময় তাদের বহন করা হেরোইন ও ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানায় দুইটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে এক জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও এক জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ১৬ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে এক জনের। আর নেগেটিভ আসে ১৫ জনের।

সূত্রে আরো জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৫৫৮৪ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭৩৮ জন, সুস্থ ৬৩৭ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৬০ জন।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ২৩ টি (সদরে- ১৬, গাংনীতে- ০৩ ও মুজিবনগরে- ০৪)।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভের পরিচয়- মেহেরপুর এসপি অফিসের শুকুর আলী(৪০)।

কুষ্টিয়ায় জাল করোনা সনদ বিক্রি, ২ জনের কারাদণ্ড

‘করোনাভাইরাস নেগেটিভের জাল সনদ’ বিক্রির অভিযোগে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দুজনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- জাল সনদ প্রস্তুতকারী মো. সোহেল রানা (২২) ও ক্রেতা মওদুদু রহমান (৪০)।

শুক্রবার সকালে উপজেলার ডাকবাংলো মার্কেটের সনি কম্পিউটারে অভিযান চালিয়ে তাদের এক মাসের কারাদণ্ড দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সোহেল মারুফ।

ইউএনও বলেন, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে চাকরির জন্য এ সার্টিফিকেট তৈরি করা হয়েছিল। পরে কেন্দ্রীয় এমআইএস সফটওয়্যারে এটি জাল প্রমাণিত হয়।

দুদকের নতুন সচিব মুহা. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সচিব হিসেবে মুহা. আনোয়ার হোসেন হাওলাদারকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তিনি খুলনার বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এই কর্মকর্তাকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার আদেশ জারি করে। দুদকের সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে আসা মুহাম্মদ দিলওয়ার বখত ১৭ ডিসেম্বর অবসরোত্তর ছুটিতে (পিআরএল) যাবেন।

অচিরেই নিয়োগ হতে পারে ইবি ট্রেজারার

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ট্রেজারার অচিরেই নিয়োগ হতে পারে। প্রায় তিন মাস ধরে পদটি শুন্য আছে। এ পদটি পেতে দৌড়ঝাপসহ জোর তদবির শুরু করেছেন ইবির জ্যেষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষক। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে ইবির জ্যেষ্ঠ তিন শিক্ষক প্রফেসর ড. আলমগীর হোসেন ভুঁইয়া, প্রফেসর আব্দুল মুঈদ এবং প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেনের নাম প্রস্তাব করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আর এ কারণে তিন শিক্ষককে নিয়ে ক্যাম্পাসে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। চলছে বিভিন্ন সমীকরণ, কে হতে পারেন ইবির নতুন ট্রেজারার। তবে সমীকরণ যাই হোক না কেন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা প্রত্যাশা করেন দুর্নীতিমুক্ত, সৎ ও ক্লিন ইমেজের কোন শিক্ষককে পাবেন তারা ট্রেজারার হিসেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের ২১ আগস্ট ভিসির এবং ২২ আগস্ট ট্রেজারারের মেয়াদ শেষ হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর ১৩তম ভিসি হিসেবে প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম যোগদান করলেও এখন পর্যন্ত ট্রেজারার পদটি শুন্য রয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। এ কারণে অতিদ্রুত ট্রেজারার নিয়োগ প্রয়োজন।

এদিকে বর্তমানে আলোচনায় থাকা তিন শিক্ষক সম্পর্কে খোঁজ নিতে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেন সম্পর্কে জানা যায়, তিনি বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি তবে চলতি বছরের ১৫ ডিসেম্বর তার মেয়াদ শেষ হবে। এছাড়া তিনি প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরাম এবং বিতর্কিত ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্য। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর বেসিক ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। সেই পর্ষদে বেসরকারি খাত থেকে

পরিচালক হন প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হোসেন।

বেসিক ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারি অর্থাৎ ব্যাংকটি পতনের জন্য যে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা দায়ী তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন প্রফেসর ড. কাজী আক্তার হেসেন। এ ব্যাংকের আর্থিক দুর্নীতি করে তিনি কুষ্টিয়া শহরের ফটিক টাওয়ারে দুইটি ফ্লাট ক্রয়, কুষ্টিয়া শহরের পিয়ারাতলা ও কুমারগাড়ায় জমির প্লট ক্রয়, ঢাকা ধানমন্ডিতে ১টি ফ্লাট, ঢাকা মিরপুরে ৬ তলা বাড়ি নিজের ব্যবহারের জন্য একটি বিলাসবহুল গাড়ীসহ নিজ এলাকা রাজশাহী জেলার, বাগমারা উপজেলার, ১১ নং জুগিপাড়া ইউনিয়নের বিলকুৎসা গ্রামে মাছের খামারসহ নামে-বেনামে অঢেল সম্পদ গড়ে তুলেছেন।

এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তিনি ইবিতে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (এইচ আর এম) বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকালে ২০১৮ সালে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-উর-রশিদ আসকারী এবং সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবর রহমানের যোগসাজসে অর্থের বিনিময়ে দুর্বল ও বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীদের নিয়োগ দেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতা গ্রহনের পর তিনি ২০০৯ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী রাজনীতিতে যুক্ত হন।

২০২০ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের প্যানেল থেকে ড. কাজী আক্তার হোসেন সভাপতি এবং জামায়াত-বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করায় তিনি সকলের সন্দেহের চোখে পরেন এবং তার প্রতি আস্তা-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন প্রগতিশীল শিক্ষকরা। তার জয়ের বিষয়ে অনেকেই মনে করেন তার সাথে জামায়াত-বিএনপির সক্ষতা রয়েছে।

অপর আলোচিত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া সম্পর্কে জানা যায়, তিনি আওয়ামী পন্থী শিক্ষকদের প্যানেল থেকে ২০১৯ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন শাপলা ফোরামের নির্বাচনে ২০১৮ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য। কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের নির্বাহী সদস্য।

চাকুরী জীবনে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রভোস্ট এবং অর্থনীতি বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব সততার সাথে পালন

করেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের হেকেব প্রজেক্ট সফলতার সাথে শেষ করেছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সিলেবাস প্রণয়ণ কমিটির অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে এবং শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ফ্যাকাল্টি ফাষ্ট হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ পদক লাভ করেন । তিনি ক্যাম্পসে অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের একজন শিক্ষক হিসেবে পরিচিত।

আরেক আলোচিত শিক্ষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর মোঃ আব্দুল মুঈদ সম্পর্কে জানা যায়, তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাপলা ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

ছাত্র জীবনে তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। পারিবারিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন কলম সৈনিক। বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত তার লেখা কলাম প্রকাশিত হয়। তিনি ক্যাম্পাসে দুর্নীতিমুক্ত মানুষ হিসেবে পরিচিতি।

এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষকরা মনে করেন একজন সৎ, যোগ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষ ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ দেবে সরকার। তবে কোন দুর্নীতিবাজ নিয়োগ পেলে তাকে মেনে নেয়া হবেনা বলেও জানিয়ে দেন তারা।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার এক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ কাকলিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায় গতকাল রাত ১০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (ওসি) তদন্ত শেখ মাহবুবুর রহমান নেতৃত্বে এস আই সাইফুল এএসআই মহিউদ্দিন, এ এস আই আনোয়ারুল ও সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ আসামি মোছাঃ কাকলি (২৮)

কে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানায় আসামি মোছাঃ কাকলি স্বামীঃ মৃতঃ সাইদুর রহমান, গ্রাম ঈশ্বরচন্দ্রপুর, থানাঃ দর্শনা, জেলা চুয়াডাঙ্গা এর বাসিন্দা ।

পুলিশ আরো জানায় ধৃত আসামির বাড়ি হতে তাকে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বঙ্গন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ

বঙ্গন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে দর্শনায় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃস্পতিবার বিকালে ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচি পালন করেছে। বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশে আওয়ামী লীগ, জাসদ (ইনু), বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ বিভিন্ন সংগঠন যোগ দেন।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমানের সভাতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ভাস্কর্য আর মূর্তি এক নয়। মূর্তি হলো প্রতিমা। ভাস্কর্য হলো কৃষ্টি-কালচার প্রতিকৃতি। যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানান।

এছাড়া তিনি বলেন, কিছু মানুষ ধর্মটাকে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে একটি তালেবান রাষ্ট্র বানাতে চায়। আমরা কিছুতেই তালেবান রাষ্ট্র বানাতে দেব না।

এছাড়া সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সাবেক জেলা পরিষদ প্রসাশক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, জাসদের উপজেলা সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম লুল্লু, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম,

উপজেলা যুবলীগের সভপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তোফজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।